



34630 - ঈমান বল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহর প্রতি পরপূর্ণ ঈমান বাস্তবায়ন করে ফজলিত সম্পর্কে আমি প্রচুর পড়ছি, অনেকে শুনছি। আল্লাহর উপর ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়; তা যদি একটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন যেহেতু আমি পূর্ণ ঈমান বাস্তবায়ন করতে পারি এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীবর্গের আদর্শ বরাদ্দী সবকিছু থেকে দূরে থাকতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো- “তাঁর অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন সন্দেহে সংশয় ছাড়া এ বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে- তিনি একমাত্র প্রতিপালক (রব্ব), তিনি একমাত্র উপাস্য (মাবুদ) এবং তাঁর অনেকেগুলো নাম ও গুণ রয়েছে।” সুতরাং আল্লাহর উপর ঈমান চারটি বিষয়কে শামলি করে। যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয়কে বাস্তবায়ন করবে, তিনি প্রকৃত মুমিন হিসেবে বিবেচিত হবেন।

প্রথমত: আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা: ইসলামী শরিয়তের অসংখ্য দলীল যমেন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে তমেনি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও সাধারণ প্রবৃত্তি দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ সাব্যস্ত করে।

১. আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে মানব ফতিরতরে বা প্রবৃত্তির প্রমাণ: প্রতিটি সৃষ্টিই স্বপ্রণোদিতভাবে তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী হবে-এটাই যৌক্তিক। এ জন্য সুগভীর চিন্তা বা সুদীর্ঘ গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। সৃষ্টিমাত্রই এ স্বাভাবিক সুস্থ প্রবৃত্তির উপর টকি থাকবে, যতক্ষণ না তার অন্তরে এমন কোন ভ্রষ্টতা প্রবশে করে, যা তাকে এ থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, “প্রতিটি নিবজাতক তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পতি-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজক বানায়।” [বুখারী, ১৩৫৮ ও মুসলিম, ২৬৫৮]

২. আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির প্রমাণ: বিবেকবানমাত্রই বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যত মাখলুকাত অতবাহিত হয়েছে বা হবে এদের একজন স্রষ্টা থাকতই হবে। না থেকে কোন উপায় নেই। কেননা, কোন সৃষ্টি যমেন নজি নজিকে অস্তিত্ব দিতে পারে না, তমেনি দবৈক্রমে অস্তিত্বে আসাও সম্ভব নয়। সবে নজি নজিকে অস্তিত্ব দিতে পারবে না। কারণ কোন বস্তুই আপনাকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। অস্তিত্বে আসার আগে যে

নজি অস্বত্বিহীন ছিল, সে কভিবে স্রষ্টি হব? অনুরূপভাবে দবৈক্রমে হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কনেনা প্রতটি ঘটনার, প্রতটি কর্মেরে পছনে একজন কর্মকার থাকে। সর্বোপর, এমন সুকৌশল-সুশৃঙ্খল-সুনিয়ন্ত্রিত-সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে পৃথিবী সৃষ্টি ও মানবজাতির আবির্ভাব এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এটি হিলোফলোয় আপনাআপনি হয়নি। আপনাআপনি বিশৃঙ্খলভাবে অস্বত্বিবে আসাই তো কোন কছির পক্ষে সম্ভব না, আর এভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে টিকে থাকা তো বহুদূরে কথা। সুতরাং সৃষ্টি যখন নজি নজিকে অস্বত্বি দানেরে ক্ষমতা রাখে না, আপনাআপনি হয়ে যাওয়াও যখন অবাস্তব, তখন একথাই প্রমাণিত হয় যে, একজন অস্বত্বিদানকারী আছেন। আর তিনি হিলনে, “আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।”

এই বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য প্রমাণ বর্ণনায় আল্লাহ্ নজি ইরশাদ করেন, “তারা কি স্রষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারা নজিরেই স্রষ্টি?” [সূরা তুর ৫২:৩৫] অর্থাৎ তারা স্রষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি হয়নি এবং তারা নজিরে নজিদেরেকে সৃষ্টি করেনি। সুতরাং এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করছেন। এ জন্য জুবাইর ইবনে মুতয়মি যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সূরা তুরে এ আয়াতগুলো পড়তে শুনলেন- “তারা কি স্রষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নজিরেই স্রষ্টি? তারা কি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবশ্বাসী। তোমার প্রতপালকেরে ধনভাণ্ডার কি তাদেরে নকিট আছে? না কি তারা এর নিয়ন্ত্রক? [সূরা তুর ৫২:৩৫-৩৭] তখন তিনি মুশরকি হওয়া সত্ববেও বলে উঠলেন: “আমার হৃদয় যনে উড়ে যাবে। এ আয়াতগুলো আমার অন্তঃকরণে প্রথম ঈমানেরে আলো জ্বালিয়ে তুললো।” [বুখারী কয়কেটি স্থানে হাদিসটি উদ্ধৃত করছেন]

একটি উদাহরণেরে মাধ্যমে আমরা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারব- “আপনার কাছে এসে কটে একজন একটি সুরম্য অট্টালিকার গল্প করলো। যার চারদিকে পুষ্পশোভিত বাগান, পাদদেশে বইছে নয়নাভিরাম নহর, খাট-পালঙ্ক-গালচায় সে উদ্যান সুসজ্জিত, সৌন্দর্য সখোনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর বলল, এই যে অট্টালিকা, আর তার চারপাশেরে যাবতীয় সাজসজ্জা সব কনিতু নজি নজি হয়েছে। কটে এগুলো তরৈী করেনি। এ কথা শুনলে আপনি নিঃসন্দেহে লোকটিকে মথিবাবাদী সাব্যস্ত করবনে এবং তার এ দাবীকে হসে উড়িয়ে দবনে। তাই যদি হয়, তবে কভিবে এ কথা মনে নয়ো সম্ভব যে - এ সুবশাল মহাবশ্বি, আকাশমণ্ডল, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজি, এত নখিত এত নপিণ সবকছি কোন একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আপনাআপনি তরৈী হয়েছে?

এক মরুচারী বদেঈনেরে মাথায়ও স্রষ্টির অস্বত্বিরে এ যুক্তনির্ভর প্রমাণটি অবলীলায় খলে গিয়েছিলো। দ্বিধাহীন চিত্তে সে এটি প্রকাশ করেছে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, “কভিবে তুমি তোমার রব্বকে চনিলে?” সে বললো, “উটেরে বশ্টি দেখে আপনি বুঝে ননে যে এ পথে উট হটেছে। পায়েরে চহ্ন দেখে আপনি বুঝে ননে যে, এ পথে কটে একজন চলছে। তাহলে স্তরে স্তরে সাজানো আকাশ, দেশে-মহাদেশে বভিক্ত জমনি, তরুগ বক্শুব্ব উত্ভাল সমুদ্র...এগুলো কনে প্রমাণ করবনে না যে, একজন সর্বদ্রষ্টি সর্বশ্রোতা মহান সৃষ্টিকর্তা অবশ্বই আছেন।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও প্রতপালকত্ববে বশ্বাস স্থাপন: অর্থাৎ এ বশ্বাসে অটল থাকতে হবে যে, আল্লাহ্

একমাত্র রব, একমাত্র প্রতাপালক। এই মহাবিশ্ব পরচালনায় তার আর কোন অংশীদার বা সহযোগী নাই।

রব (رب) বলা হয় তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেন, পরচালনা করেন এবং মালিকানা যার জন্য। সুতরাং – আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নাই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মালিকি নাই। তিনি ছাড়া আর কোন বিশ্ব পরচালকও নাই। পবিত্র করোনে অনেকে জায়গায় এ ঘোষণা বারবার উচ্চারিত হয়েছে - “জনে রাখুন, সৃষ্টি করা ও হুকুমের মালিকি তিনি।” [সূরা আ'রাফ ৭:৫৪] “বলুন! তিনি কৈ, যিনি আসমান ও জমনি হতে তোমাদেরকে রজিকি পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কৈ তিনি, যিনি করণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কৈ, যিনি জীবিতিকে মৃত থেকে আর মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন? আর তিনি কৈ, যিনি সমস্ত কার্যাদি পরচালনা করেন? অবশ্যই তারা বলবে যে তিনি একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং আপনি বলুন, তবে কেন তোমরা তাঁকে ভয় করছ না। [সূরা ইউনুছ ১০:৩১] “তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরচালনা করেন। তারপর তা একদনি তাঁর কাছেই উঠবে।” [সূরা হা-মীম সজেদা, ৩২:০৫] “তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতাপালক। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহ্র পরবির্তে যাদেরকে ডাকো, তারা তো খজুর আঁটির উপরে পাতলা আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ কচ্ছুরও) মালিকি নয়।” [সূরা ফাতরি ৩৫:১৩]

একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন। সূরা ফাতহিয়ায় আল্লাহ্ বলছেন, **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** অর্থাৎ “তিনি বিচার দিবসের মালিকি।” অন্য কবরোতে এসেছে **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** অর্থাৎ “তিনি বিচার দিবসের রাজা বা বাদশাহ।” এই দুটি কবরোতকে যদি আপনি একত্রিত করেন তাহলে চমৎকার একটি তাৎপর্য বেরিয়ে আসবে। রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝাতে “مَلِكًا” (অধিকর্তা) শব্দে চয়ে “مَلِكًا” (রাজা) শব্দটি বেশী প্রাঞ্জল ও অর্থবোধক। কিন্তু কখনো কখনো “مَلِكًا” (রাজা) দ্বারা শুধু নামসর্বস্ব কর্তৃত্বহীন রাজাকও বুঝানো হয়। অর্থাৎ সে “مَلِكًا” বা বাদশাহ-ই কিন্তু তার হাতে কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা না থাকায় তাকে “مَلِكًا” বা অধিকর্তা বলা যায় না। এজন্য দুই কবরোতের “مَلِكًا” ও “مَلِكًا” শব্দদ্বয় একত্র করলে আল্লাহ্র জন্য রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দুটোই নরিধারিত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র উপাস্যত্বে বিশ্বাস স্থাপন:

অর্থাৎ মনোপেরাণে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে- আল্লাহ্ই একমাত্র ইলাহ্ তথা সত্য উপাস্য। উপাসনা প্রাপ্তিতে আর কটে তাঁর অংশীদার নয়। ইলাহ্ (إِلَٰهًا) অর্থ হলোঃ সম্মান ও বড়ত্বের কারণে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় যার উপাসনা করা হয়। আর এটাই মূলতঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** এর তাৎপর্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নাই। আল্লাহ্ বলনে, “আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্। সেই দয়াময় ও পরম দয়ালু ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।” [সূরা বাকারা ২:১৬৩] আরও বলনে, “আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নশ্চয়ই তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং ফরেশেতাগণ ও জ্ঞানবানগণও এ সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি (আল্লাহ্) ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আলে ইমরান ৩:১৮]



আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যা কিছু ইবাদত করা হয়, কথিবা আল্লাহর সাথে আর যারই উপাসনা করা হয়...তার উপাস্যত্ব নঃসন্দেহে বাতলি। কারণ তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা পাওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ, তিনিই একমাত্র সত্য। তারা তার পরবির্তে যাকে ডাকে, তা বাতলি। আর আল্লাহ সুউচ্চ, মহান।”[সূরা হজ্জ ২২:৬২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ٱلْاٰثٰنَا উপাস্য বা দেবতা নাম দলিহে সে উপাসনা পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে না। “লাত, মানাত, উজ্জা-র” প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, “এগুলোতো কতক নামমাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি।”[সূরা নাজম: ২৩] ইউসুফ (আঃ) এর গল্প বলতে গিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন, ইউসুফ কারাগারে তার দু’সঙীকে বলছিলেন, “ভিনি ভিনি বক্শিত বহু প্রতাপালক শ্রয়ে? নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা শুধু কতকগুলো নামের ইবাদত করছো, যে সব নাম তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই।”[সূরা ইউসুফ ১২:৩৯-৪০]

সুতরাং, আল্লাহ ছাড়া আর কউে ইবাদতের উপযুক্ত নয়। একমাত্র তাঁর জন্ম ইবাদতকে একীভূত করতে হবে। কোন নকৈট্যপ্রাপ্ত ফরেশেতা, কথিবা প্রেরতি নবী, কথিবা অন্য কোন কিছুই এ ক্ষত্রে তাঁর অংশীদার হতে পারে না। এজন্যই শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল শ্লোগান ছিল একটাই। “আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নাই।” ٱلْاٰثٰنَا ٱلْاٰثٰنَا ٱلْاٰثٰنَا আল্লাহ বলেন, “আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই, তার প্রতি ওহী ব্যতীত যে- আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নাই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।”[সূরা আম্বিয়া, ২১:২৫] আল্লাহ আরো বলেন, “আমি প্রত্যকে জাতরি জন্ম রাসূল পাঠিয়েছি এ জন্ম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুতকে বর্জন করবে।”[সূরা নাহল, ১৬:৩৬] এতকছির পরও মুশরকিরা কভাবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বাতলি উপাস্যদের উপাসনা করবে?!

চতুরত: আল্লাহর সুন্দর নাম ও সফিতসমূহের উপর বশ্বাস স্থাপন: অরথাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নজিরে জন্ম তাঁর কতিবে বা তাঁর রাসূলের সুন্নতে যে সমস্ত উপযুক্ত সুন্দর নাম ও সফিত সাব্যস্ত করছেন সেগুলোকে কোন ধরনের তাহরীফ (تحريف- গুণকে বকিত করা), তা’তীল (تعطيل- গুণকে অস্বীকার করা), তাকযীফ (تكيف- গুণ বা বশেষ্ট্যের অবয়ব নর্ধারণ করা) বা তামসীল (تمثيل- মাখলুকরে গুণের সাথে সাদৃশ্য দয়ো) ছাড়া নঃসঙকোচে মনে নয়ো। আল্লাহ বলেন, “আর আল্লাহর সুন্দর সুন্দর ভালো নাম রয়ছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সসেব নামহে ডাকবে। আর তাদরেকে বর্জন করো, যারা তাঁর নাম বকিত করে। অচরিহে তাদরেকে তাদরে কৃতকর্মেরে প্রতফিল দয়ো হবে।”[সূরা আ’রাফ, ৭:১৮০] আল্লাহর জন্ম সুন্নিদষ্ট সুন্দর নাম সাব্যস্ত থাকার ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট দলীল। আল্লাহ বলেন, “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্ববোচ্চ গুণ তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা রুম, ৩০:২৭] এ আয়াতটি আল্লাহর পরপূর্ণ সফিতসমূহ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ। কনোনা, আয়াতে বর্ণতি ٱلْمَثَلُ ٱلْاَعْلٰى অর্থ হলো الوصف ٱلْاَكْمَل তথা পরপূর্ণ গুণ। এ আয়াতদুটো আল্লাহর নাম ও সফিতেরে বশেষ্ট আমভাবে সাব্যস্ত করে। পাশাপাশি এগুলোর বসিতারতি বর্ণনা করোনে ও



হাদসি প্রচুর বদ্যমান।

“আল্লাহর নাম ও সফিতরে” অধ্যায়টি জ্ঞানরে এমন একটি শাখা যে বিষয়ে মুসলমি উম্মাহ চরম মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়েছে। এ মতপার্থক্যগুলোর সূত্র ধরে তারা নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। এই মতভেদপূর্ণ পচ্ছলি পটভূমকায় আমাদরে অবস্থান হলো আল্লাহর নরিন্দশেতি “নরিপদ অবস্থান।” তনি বলনে, “যদি তোমাদরে মধ্যে কোনে বিষয়ে কোনে মতবরিধে হয়, তবে আল্লাহ ও রাসূলে দকি প্রত্যাবর্ততি হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বশ্বিাস করে থাকো। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্টের পরসিমাপ্তি।”[সূরা নসি : ৫৯] সুতরাং, আমরা এ বিষয়ে যাবতীয় মতপার্থক্যকে আল্লাহর কতিব ও তাঁর রাসূলে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুননতরে দকি ফরিই। পাশাপাশি এ ক্ষতেরে আমাদরে সৎকর্মশীল পূর্বসূরি সাহাবয়ে কেরোম ও তাবয়ীদরে মতামতগুলো পর্যালোচনাপূর্বক গ্রহণ করি। কারণ তাঁরা ছিলনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে কথার তাৎপর্য বোঝার ক্ষতেরে সবচেয়ে যোগ্য ও বজ্জিৎ ব্যক্তি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সাহাবীদরে প্রশংসা করতে গিয়ে কত সুনন্দর করেই না বলছেন: “তোমাদরে মধ্যে কটে যদি কোনে পথ অনুসরণ করতে চায়, তবে সে যনে যাঁরা মারা গছেন তাঁদরে পথ অনুসরণ করে। কারণ, জীবতিরা ফতেনার আশংকা থেকে নরিপদ নয়। আর সে সব মূতরা হলনে রাসূলে সঙ্গী-সাথীরা। তাঁরা এ উম্মতরে মাঝে হৃদয়েরে দকি থেকে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও পবতির, জ্ঞানরে দকি থেকে সবচেয়ে গভীর, আর ক্ত্রমি আচরণরে দকি থেকে সবচেয়ে স্বল্প। তাঁরা এমন একদল লোক, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর দ্বীন প্রতষ্টিার জন্য এবং তাঁর রাসূলে সাহচর্যেরে জন্য মনোনীত করছেন। সুতরাং তাঁদেরকে যথায়থ মর্যাদা প্রদান করো। তাঁদের অনুসৃত পথ আঁকড়ে ধরো। কারণ তাঁরা ছিলনে সঠিক পথরে উপর প্রতষ্টিতি।”

যে কটে এ অধ্যয়ে (আল্লাহর নাম ও সফিত) সাহাবী ও তাবয়ীদরে দেখানো পথ থেকে সরে গিয়েছে, সেই ভুল করছে। পথভ্রষ্ট হয়েছে। মুমনিদরে রাস্তা থেকে ছটিকে পড়েছে। এবং আল্লাহর সেই ঘোষতি শাস্তরি উপযুক্ত হয়েছে যাতে তনি বলনে, “হদোয়তেরে পথ প্রকাশতি হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলে বরিদ্বাচরণ করে এবং মুমনিদরে পথ ছড়ে অন্য পথরে অনুগামী হয়, তবে সে যাতে নবিষ্টি আছে আমি তাকে তাতই প্রত্যাবর্ততি করবো এবং তাকে জাহান্নামে নকিষপে করবো। আর সেটো কতইনা নকিষ্টি প্রত্যাবর্তনস্থল।”[সূরা নসি ৪:১১৫]

আল্লাহ তায়ালা হদোয়তেরে জন্য শর্ত করে দিয়েছেন যে, ঈমান হতে হবো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গীদরে ঈমানরে মত। ইরশাদ হচ্ছো- “অনন্তর তোমরা যরূপ বশ্বিাস স্থাপন করছে, তারাও যদি তদ্রূপ বশ্বিাস স্থাপন করে তবে নশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্ত হবো।”[সূরা বাকারাহ ২:১৩৭] বুঝা গলে তাদরে অনুসৃত পথ থেকে যে ব্যক্তি যত বেশী দূরে সরে যাবে, তার হদোয়তে প্রাপ্তরি পরিমাণও সে হারে কমে আসবে। সুতরাং আল্লাহর নাম ও সফিতরে এ অধ্যয়ে আমাদরে জন্য আবশ্যিক হলো-

- আমরা আল্লাহর জন্য কেবলমাত্র সে সব নাম ও সফিত সাব্যস্ত করব, যা তনি অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাব্যস্ত করছেন।



- এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহকে এর প্রকাশ্য অর্থের উপরে রাখব; রূপকার্থ খুঁজতে যাবো না।
- রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীরা এগুলোর ক্ষেত্রে যে রূপ বিশ্বাস রাখতেন, আমরাও তাই রাখব। কারণ তাঁরা ছিলেন উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাণী।

পাশাপাশি আমাদেরকে জনে রাখতে হবে যে, এখানে চারটি বিষয় রয়েছে, যগুলো বপিদসংকুল খাদরে মত। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনটায় পড়বে, আল্লাহর নাম ও সফাতের ব্যাপারে তার ঈমান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে না। এক্ষেত্রে ঈমানকে সঠিক মাত্রায় ধরে রাখতে হলে এ চারটি বিষয় থেকে অবশ্যই বঁচতে থাকতে হবে। সগুলো হল- তাহরীফ (গুণকে বকিত করা), তা'তীল (গুণকে অস্বীকার করা), তামসীল (মাখলুককে গুণের সাথে সাদৃশ্য দান) ও তাকয়ীফ (গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অবয়ব নির্ধারণ করা)।

(১) তাহরীফ (تحريف)

আল্লাহর নাম ও সফাত সংক্রান্ত কোরান বা হাদিসের নসসমূহকে (স্পষ্ট দলীলসমূহকে) এর সঠিক অর্থ থেকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে সরিয়ে নেয়া, কথিবা অন্য অর্থ করা, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উদ্দেশ্য করেননি। যমেন- (يد الله) তথা আল্লাহর হাত। আল্লাহর হাত থাকার সফাতটিকে কোরান ও হাদিসের অনেকে নস দ্বারাই প্রমাণিত। এখানে “হাত” কে নয়ামত বা কুদরত অর্থে গ্রহণ করা তাহরীফ।

(২) তা'তীল (تعطيل)

আল্লাহর সকল নাম ও সফাতকে অস্বীকার করা কথিবা এর কোন কোনটিকে অস্বীকার করাকে “তা'তীল” বলে। সুতরাং কউে যদি কোরান ও হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও সফাতসমূহের কোন একটিকেও মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলেই সে তার ঈমানকে যথার্থভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হলো না।

(৩) তামসীল (تمثيل)

আল্লাহর কোন সফাত বা বিশেষণকে সৃষ্টির সফাতের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করাকে “তামসীল” বলে। যমেন কউে যদি বলে- ‘আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মত বা মাখলুক যভাবে শূনে আল্লাহও সভাবে শোনেনে কথিবা আল্লাহ আরশের উপরে সভাবেই বসে আছেন যভাবে মানুষ চায়েরে বসে...’

সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করা নঃসন্দেহে বাতলি। আল্লাহ বলেছেন, “কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা শূরা: ১১]

(৪) তাকয়ীফ (تكييف)



আল্লাহর সফিত তথা বশেষিট্‌যসমূহরে আকৃত-প্রকৃত ও হাকীকত নর্ধারণ করাকে “তাকয়ীফ” বলে। অর্থাৎ মানুষ তার কল্পনার দৌড় অনুযায়ী বা ভাষার চতুরতার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর গুণাবলীর ধরণ নর্ধারণ করা। এটা অকাট্যভাবে নর্ধিদ্ধ ও বাতলি। মানুষরে পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় আল্লাহর সফিতরে বশেষিট্‌য জানা। আল্লাহ বলে, “তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারব না।”[সূরা ত্বহা: ১১০]

‘ঈমান বলিলাহ্’ এর এ চারটি দকি য়ে ব্যক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পরেছে সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান এনছে।

মহান আল্লাহ আমাদরেকে ঈমানরে উপর অবচিল রাখুন। আর তিনিই সর্বজ্ঞঃ।

দখুন: শায়খ উছাইমনি রচতি “শারহুল উছুললি ঈমান”।